بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ نَحْمَدُهٗ وَنُصَلِّيْ عَلٰى رَسُوْلِهِ الْكَرِيْمِ وَعَلٰى عَبْدِهِ الْمَسِيْحِ الْمَوْعُوْدِ

খুতবা জুম'আ

এমন সকল অভিযোগকারীদের সামনে এটি স্পষ্ট হওয়া উচিত যে, নিজেদের পরিচয় প্রকাশ না করে অভিযোগ করার তাদের এই আচরণ কুরআনী নির্দেশের পরিপন্থি কাজ।

কারোর অভিযোগের ভিত্তিতে স্বিদ্ধান্ত খোদা তা'লার নির্ধারিত নীতি অনুসারে গৃহিত হবে॥

খলীফায়ে ওয়াক্তের পক্ষ থেকে সিদ্ধান্ত প্রদানের দায়িত্ব যাদের হাতে ন্যাস্ত করা হয়েছে তারাও যখন সিদ্ধান্ত করেন তখন যেন ইনসাফ বা ন্যায় বিচারের প্রতিটি দিক সামনে রেখে আর খোদার নির্দেশ অনুসারে এবং সুন্নতের অনুসরণে সিদ্ধান্ত গ্রহণকারী হয়ে থাকে।

সৈয়্যদনা হযরত আমিরুল মো'মিনিন খলিফাতুল মসীহ্ আল খামিস (আইঃ) কর্তৃক মসজিদ বাইতুল ফুতুহ্ লন্ডন হতে প্রদত্ত ২রা ডিসেম্বর **২০১৬-এর খোতবা জুমআর সংক্ষিপ্তসার**

তাশাহুদ, তাঊয, তাসমিয়া এবং সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযূর আনোয়ার (আই.) বলেন,অনেক মানুষ কতক পদধারী বা যারা পদধারী নয় এমন মানুষের বিরুদ্ধে অভিযোগ করে বলে যে, এরা এমন বা তেমন, এ ব্যক্তি অমুক অপরাধ করেছে, আর সে শরীয়ত বিরোধী অমুক অপকর্ম করেছে, তাই তাৎক্ষণিকভাবে এদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া উচিত কেননা এরা জামাতকে বদনাম বা দুর্নাম করছে। কিন্তু এমন লেখক বা অভিযোগকারীদের অধিকাংশ তাদের পত্রে নিজের নাম লেখে না অথবা কাল্পনিক বা রূপক নাম ও ঠিকানা লিখে পাঠিয়ে দেয়। এমন লোকদের অভিযোগে স্পষ্টতই কোন ব্যবস্থা নেওয়া হয় না আর ব্যবস্থা নেওয়া সম্ভবও নয়। এভাবে কিছুকাল কেটে যাওয়ার পর অভিযোগ আসে যে, আমি লিখেছিলাম, কিন্তু এখন পর্যন্ত কোন ব্যবস্থা নেওয়া হয় নি। যদি ব্যবস্থা না নেওয়া হয় তাহলে অনেক বড় অন্যায় হবে। এই বেনামী অভিযোগ করার ব্যাধি পাক-ভারতের লোকদের মাঝে বেশি দেখা যায়। আর এটি নতুন কিছু নয়, সব যুগেই এমন অভিযোগকারী লোক ছিল যারা এমন অভিযোগ করতো যেভাবে আজকাল কেউ কেউ আমাকে লেখে। অনুরূপভাবে হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.)-এর খিলাফত কালেও আর খিলাফতে সালেসা এবং খিলাফতে রাবেয়ার যুগেও এমন অভিযোগকারী ছিল যারা বেনামী অভিযোগ করতো। এমনই একটি অভিযোগের প্রেক্ষাপটে হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) একটি খোতবা প্রদান করেছিলেন। যেহেতু এটি এমন লোকদের মুখ বন্ধ করার জন্য খুবই স্পষ্ট এবং উৎকর্ষ একটি খুতবাতাই আমি সেই খুতবার আলোকে আজকে কিছু বলার সিদ্ধান্ত নিয়েছি।

যেসমস্ত অভিযোগকারীরা নিজেদের নাম লেখে না বা কাল্পনিক নাম লিখে থাকে তাদের ক্ষেত্রে প্রথম কথা হল, হয় এরা মুনাফিক বা কপটাচারী নতুবা তারা মিথ্যাবাদী। যদি তাদের মাঝে সৎসাহস এবং সততা থাকে তাহলে কোন কিছুর ক্ষেত্রে তাদের ভ্রুক্ষেপ করার কথা নয়। অঙ্গীকার তারা এটি করে যে, আমরা প্রাণ, সম্পদ, সময় ও সম্মান উৎসর্গ করার জন্য সদা প্রস্তুত থাকব। কিন্তু তাদের ধারণা অনুসারে যখন জামাতের সম্মান এবং মর্যাদার প্রশ্ন আসে তখন তারা নিজের নাম গোপন করা আরম্ভ করে যেন কোথাও তাদের সম্মান ও মর্যাদার হানি না হয়। অতএব যে শুরুতেই দুর্বলতা দেখাল তার বাকি মতামতও ভ্রান্ত প্রমাণিত হওয়ার সমূহ সম্ভাবনা রয়েছে।

পবিত্র কুরআনে আল্লাহ্ তা'লা বলেন, তোমাদের কাছে কোন সংবাদ আসলে তোমরা তদন্ত করে নাও। আর প্রত্যেক বিবেকবান জানে যে, যেকোন তদন্তের জন্য কথা যে বলে বা কথা যে পৌঁছায় তার কথা শুনে তাৎক্ষণিকভাবে সেই বিষয়ে তদন্ত আরম্ভ হতে পারে না আর হয়ও না। বরং এটি দেখা হয় যে, যে কথা বলছে বা কথা পৌঁছাচ্ছে সে নিজে কেমন। তার মাধ্যমেই তদন্ত আরম্ভ হয়। প্রথমে তার সম্পর্কে তদন্ত হবে যে, সে সকল প্রকার অন্যায় থেকে পবিত্র কিনা, সে নিজে কোন অন্যায়ে বা অপকর্মে লিপ্ত নয় তো? আর ঈমানের ক্ষেত্রে দুর্বল নয় তো?অথবা এটি অনভিপ্রেত যে, সে নিজে ঈমানের ক্ষেত্রে দুর্বল হবে এবং অন্যদের ওপর অপবাদ আরোপ করবে যে, এই ব্যক্তি এমন বা তেমন।

অতএব তদন্ত করার পূর্বে এটি দেখতে হয় যে, অভিযোগকারী কেমন, সে কি মু'মিন নাকি ফাসেক? অভিযোগকারী সম্পর্কে যেহেতু জানা-ই নেই তাই এটিও বলা যাবে না যে, সে কোন শ্রেণীর মানুষ। অবশ্য এটি সম্ভব যে, কোন ব্যক্তি যদি এমন কথা লেখে যে বিষয়টি বাস্তবে জামাতের জন্য ক্ষতিকর, তাহলে নিজস্বভাবে সেটির তদন্ত করা হয়।

হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) বলেন, কুরআনী শিক্ষা হল,আল্লাহ তা'লা কুরআন শরীফে বলেন,

إِنْ جَآءَكُمْ فَاسِقٌۢ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوٓا (সূরা আল্-হুজুরাত: ০৭)

যদি তোমাদের কাছে কোন ফাসেক বা বিশৃঙ্খলা পরায়ণ ব্যক্তি কোন অভিযোগ নিয়ে আসে আর কারো সম্পর্কে কোন খারাপ কথা বলে, তাহলে (প্রথমে যে কথা নিয়ে আসলো) তার সম্পর্কে তদন্ত কর, এরপর কোন বিহিতের ব্যবস্থা নাও। কিন্তু অভিযোগকারী প্রধানত নিজের নাম প্রকাশ না করে নিজেই অপরাধ করে, আবার বলে যে, তার কথা সেভাবেই গৃহিত হওয়া উচিত যেভাবে সে লিখেছে, আর যার বিরুদ্ধে অভিযোগ করা হয়েছে তার বিরুদ্ধে তাৎক্ষণিকভাবে শাস্তির ফরমান জারি করা হোক। হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) বলেন, ফাসেক শব্দের অর্থ শুধু পাপাচারী বা লম্পটই নয়। এতে কোন সন্দেহ নেই যে, আরবী ভাষায় পাপাচারীকেও ফাসেক বলা হয়, কিন্তু অভিধানের দৃষ্টিকোণ থেকে ফাসেক তাকেও বলে যে, নিজে রাগী বা রগচটা স্বভাবের, কথায় কথায় ঝগড়া আরম্ভ করে। ফিসক শব্দের একটি অর্থ হল এতায়াত বা আনুগত্য না করা, এতায়াত বা আনুগত্যের গন্ডি থেকে বেরিয়ে যাওয়া। ফাসেক এমন ব্যক্তিকেও বলা হয় যে, অসহযোগ প্রদর্শন করে, যে লড়াকু এবং সহযোগিতা করে না। এছাড়া ফাসেক শব্দ সেই ব্যক্তির জন্যও ব্যবহৃত হয় যে মানুষের তুচ্ছ দুর্বলতা বা ত্রুটি-বিচ্যুতিকে অতিরঞ্জিতভাবে তুলে ধরে। সেইসাথে এটিও মনে করে এবং বলে যে, সে যা বলেছে বা বর্ণনা করেছে সে অনুসারে দ্বিতীয় ব্যক্তিকে চরম শাস্তি দেওয়া উচিত। ক্ষমার কোন সুযোগ যেন না দেওয়া হয়। ত্বরাপরায়ণ ব্যক্তিকেও ফাসেক বলা হয়ে থাকে। হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) এক আহমদী বন্ধু যিনি পুরোনো এক প্রবীণ নিষ্ঠাবান আহমদী বন্ধু ছিলেন এবং যার নিষ্ঠায় কোন প্রকার সন্দেহ নেই কিন্তু তুচ্ছ বিষয়ে চরম ফতোয়া প্রদানে অভ্যস্ত ছিলেন, তার সম্পর্কে বলেন, তার স্বভাবগত ব্যাধি ছিল তুচ্ছ বিষয়াদি সম্পর্কেও কুফরের নিচে কোন কথাই বলতেন না। কোন কথা বা দুর্বলতা দেখলেই তাৎক্ষণিকভাবে কুফরি ফতোয়া প্রদান করে বসতেন। দৃষ্টান্তস্বরূপ, তিনি বলেন যে, মানুষ যখন তাশাহ্হুদ বা আত্তাহিয়্যাত এ বসে, তখন ডান পায়ের আঙ্গুলগুলো সোজা রাখতে হয় কেননা সোজা রাখার নির্দেশ রয়েছে। যে সোজা রাখে না, তার দৃষ্টিতে সে ব্যক্তি কুফরীর মত অপরাধ করে। হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.)-এর গেঁটেবাত-এর অসুবিধা ছিল। তিনি বলেন, আমি তাশাহ্ হুদ এ বসা অবস্থায় ডান পায়ের আঙ্গুল সোজা রাখতে পারি না। পূর্বে রাখতাম, যখন পা সুস্থ্য ছিল। যদি হাফেয সাহেব, (সেই ব্যক্তি হাফেয ছিলেন), জিবীত থাকতেন তাহলে হয়তো সন্ধ্যা পর্যন্ত আমার বিরুদ্ধেও তিনি কুফরী ফতোয়া জারি করে বসতেন। অতএব এমন মানুষও রয়েছে। আর তা এই অপরাধে যে, এই ব্যক্তি পায়ের আঙ্গুল সোজা রাখে না, আর এমনটি করা মহানবী (সা.)-এর সুন্নত পরিপন্থি কাজ। অতএব বোঝা গেল, রসূ লে করীম (সা.)-এর সুন্নতে তার ঈমান নেই। এখন মহানবী (সা.)-এর সুন্নতে যদি ঈমান না থাকে তাহলে কুরআনেও ঈমান নেই। আর কুরআনে যদি বিশ্বাস না থাকে তাহলে আল্লাহ্‌র সত্তায়ও বিশ্বাস নেই, অতএব কাফের হয়ে গেল। যাহোক হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) এমন ত্বরাপরায়ণ লোকদের এই দৃষ্টান্তই দিয়েছেন, তারা নিষ্ঠাবানই হোক না কেন। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি নিজের নামও গোপন করে আবার ঈমানের ক্ষেত্রেও দুর্বল আর অন্যদের বিরুদ্ধে ফতোয়াও প্রদান করে বসে, এমন মানুষ তো ফাসেক শব্দের যত অর্থ বর্ণনা করা হয়েছে সকল অর্থের নিরিখেই ফাসেক গণ্য হয়।

অতএব যারা নাম লেখে না এমন সকল অভিযোগকারীদের সামনে এটি স্পষ্ট হওয়া উচিত যে, নিজেদের পরিচয় প্রকাশ না করে অভিযোগ করার তাদের এই আচরণ কুরআনী নির্দেশের পরিপন্থি কাজ কেননা পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছে, প্রথমে অভিযোগকারী সম্পর্কে তদন্ত কর। তদন্ত না করে যদি শুধু অভিযোগকারীর কথা অনুসারে কাজ আরম্ভ হয়ে যায়, যার সে দাবি করে, তাহলে জামাত উন্নতির পরিবর্তে ক্রমশঃ অবনতির দিকে অগ্রসর হবে বা অবনতির শিকার হবে। খলীফায়ে ওয়াক্তেরও এবং জামাতের ব্যবস্থাপনারওনিজের কোন তদন্ত থাকবে না। যে ব্যক্তি যা-ই বলবে সে অনুসারে ব্যবস্থা নেয়া আরম্ভ হয়ে যাবে। আর এই বিষয়টি উন্নতির কারণ হতে পারে না। প্রত্যেক ব্যক্তি তখন দাঁড়িয়ে এটি বলবে যে, আমার ইচ্ছা অনুসারে সিদ্ধান্ত করা উচিত। হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) বলেন, আমারা যদি জানি যে, অভিযোগকারী ব্যক্তি খুবই সাবধান, সৎ, নিষ্ঠাবান, আর সে যদি কারো বিরুদ্ধে অভিযোগ করে তাহলে সবকিছু জানার পরও অবশ্যই তার তদন্ত করতে হবে এবং তদন্ত হবে। তিনি বলেন, রসূলে করীম (সা.) একবার নামায পড়াচ্ছিলেন। নামায চলাকালে কোন ভুল হয়ে যায়। হযরত আলী (রা.) তখন মুক্তাদিদের মাঝে ছিলেন। তিনি তিলাওয়াতের সময়ে ভুল হওয়ার কারণে লোকমা দেন বা স্মরণ করানোর চেষ্টা করেন। রসূলে করীম (সা.) তা পছন্দ করেন নি। তিনি (সা.) তাকে (রা.) বলেন, তোমাকে মাঝখানে লোকমা দিতে কে বলেছে। হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) বলেন, এই অপছন্দের একটি কারণ এটি হতে পারে যে, তোমার জন্য আরো অনেক বড় কাজ নির্ধারিত আছে, এসব ছোট ছোট কাজ অন্যদের জন্য থাকতে দাও। আর এটিও একটি অর্থ হতে পারে যে, এ কাজ সেসব ক্বারীদের যারা মহানবী (সা.)-এর কাছে কুরআন শিখতেন, তুমি এ কাজ তাদের জন্যই থাকতে দাও। হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) তাঁর কাছে বেনামী এই অভিযোগকরী সম্পর্কে বলেন, সেই অভিযোগকারী কোন সম্মানিত ব্যক্তি হয়ে থাকলে আমি তাকে বলতে পারি যে, তুমি এ সব কাজ অন্য কারো জন্য ছেড়ে দাও আর নিজের আসল কাজের প্রতি মনোযোগী হও। তাই সেই পত্রের লেখক নিজের নাম প্রকাশ না করার কারণে তার মর্যাদা এবং অবস্থান সম্পর্কে জানা সম্ভব নয় আর তাকে বোঝানোও যেতে পারে না।

দ্বিতীয়তঃ অভিযোগকারী একদিকে বলছে যে, এরা মহানবী (সা.) এবং কুরআনী শিক্ষার পরিপন্থি কাজ করছে আর অপরদিকে সে নিজেই মহানবী (সা.)-এর শিক্ষা এবং কুরআনী শিক্ষার বিরোধি কাজ করে, কেননা অভিযোগ এবং অভিযোগ প্রমাণের যে শর্ত কুরআন এবং সুন্নত নির্ধারণ করেছে সে নিজেই সেগুলো লঙ্ঘন করছে। অধিকাংশ মানুষ এমনই করে। যারা আমাকে লিখে তারা নিজেরাই এ শর্তগুলোকে ভঙ্গ করে। আসল বিষয় হল, কুরআনের শিক্ষা এবং সুন্নত অনুসরণ

করা। আর কুরআন এটি বলে যে, কথা যখন বলা হয় তখন তার প্রমাণ উপস্থাপন করা উচিত। আর নামই যেখানে প্রকাশ করা হচ্ছে না সেখানে তদন্ত কিভাবে করা যেতে পারে? এটি কুরআনী শিক্ষার স্পষ্ট পরিপন্থি বিষয়, তাই অভিযোগকারী স্বয়ং কুরআনী শিক্ষাকে লঙ্ঘন করে, কুরআনী শিক্ষাকে বৃদ্ধাঙ্গুলী প্রদর্শন করে। কুরআনী শিক্ষা এবং রসূলে করীম (সা.)-এর শিক্ষা অনুসরণ করাই নেকী এবং পুণ্য, এ কথা সর্বদা স্মরণ রাখা উচিত। কোন ব্যক্তির ব্যক্তিগত অভিরুচি বা আকর্ষণ বা সামাজিক প্রভাবের অধিনে কারো কোন কথা অপছন্দনীয় মনে হলেও সে কথা যদি কুরআনী শিক্ষা এবং মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর শিক্ষা অনুসারে সঠিক হয় তবে সেটি সঠিক। সে ব্যক্তির ভিতরে কোন দোষ বা ত্রুটি নেই। এই বিষয়টির ব্যাখ্যায় হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) সংক্রান্ত একটি ঘটনা বর্ণনা করেন। একবার হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) হযরত উম্মুল মু'মিনীনকে সাথে নিয়ে স্টেশনে পায়চারি করছিলেন। সে দিনগুলোতে পর্দার দৃষ্টিভঙ্গী বড় কঠোর ছিল, কঠোরভাবে পর্দা করা হত। যারা খানদানি বা সম্ভ্রান্ত হিসেবে আখ্যায়িত হত তাদের মহিলারা পালকিতে করে স্টেশনে আসত আর তার ডানে-বামে চাদর লাগানো থাকত এবং ট্রেনের বগি পর্যন্ত সেভাবেই আবদ্ধ অবস্থায় আসত। এরপর সেই বগিতেই তাদেরকে স্থানান্তর করা হত। এমন কঠোর পর্দা পালন করা হত। আর বগিতে বসার পর জানালাও বন্ধ করে দেয়া হত যেন কারো চোখ মহিলাদের উপর না পড়ে। এরূপ পর্দা যাতনার কারণ ছিল এবং ইসলামী শিক্ষার পরিপন্থি ছিল। পক্ষান্তরে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) ইসলামী শিক্ষা অনুসরণ করতেন। হযরত উম্মুল মু'মিনীন বোরকা পরিধান করতেন এবং ভ্রমণের জন্য বাহিরে বেরিয়ে পড়তেন। সে দিনও হযরত উম্মুল মু'মিনীন (রা.) বোরকা পরিহিতা ছিলেন। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) তার সাথে প্লাটফর্মে পায়চারি করছিলেন। মৌলভী আব্দুল করীম সাহেব এবং হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আউয়াল (রা.)-সাথে ছিলেন। মৌলভী আব্দুল করীম সাহেবের স্বভাবে তড়িঘড়ি কিছু করে ফেলার অভ্যাস ছিল। তিনি ভাবলেন, এটি অন্যায় কাজ হচ্ছে। তার নিজের হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-কে কিছু বলার সাহস ছিল না। তাই তিনি খলীফাতুল মসীহ্ আউয়াল (রা.)-এর কাছে যান এবং বলেন, এটি বড় ঝুঁকিপূর্ণ কাজ হচ্ছে, আগামীকাল পত্র-পত্রিকায় হৈচৈ পড়ে যাবে আর বিজ্ঞাপন এবং নিবন্ধ ছাপানো হবে যে, মির্যা সাহেব প্লাটফর্মে নিজের স্ত্রীর সাথে পায়চারি করছিলেন। তাই আপনি গিয়ে মসীহ্ মওউদ (আ.) কে বোঝান। খলীফাতুল মসীহ্ আউয়াল (রা.) বলেন, এতে কোন অসুবিধা আছে বলে আমার মনে হয় না। আপনি যদি কোন অসুবিধা আছে বলে মনে করেন তবে নিজেই গিয়ে বলতে পারেন। যাহোক, মৌলভী আব্দুল করীম সাহেব হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর কাছে যান, তিনি পায়চারি করতে করতে অনেকটা অগ্রসর হয়ে গিয়েছিলেন। মৌলভী আব্দুল করীম সাহেব মাথা নিচু করে ফিরে আসেন। হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আউয়াল (রা.) বলেন, আমার জিজ্ঞেস করার আগ্রহ জাগে যে, তিনি কী উত্তর পেয়েছেন, তাই আমি জিজ্ঞেস করলাম, মৌলভী সাহেব! হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) কী বলেছেন? মৌলভী সাহেব বলেন, আমি যখন হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-কে বললাম যে, এটি আপনি কী করছেন, মানুষ কী বলবে? হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) উত্তর দেন, কী আর বলবে? সর্বোচ্চ এটিই বলবে যে, মির্যা সাহেব তাঁর স্ত্রীকে নিয়ে পায়চারি করছিলেন। মৌলভী সাহেব লজ্জিত হয়ে ফিরে আসেন। হযতর উম্মুল মু'মিনীন পর্দা পরিহিতা ছিলেন। স্বামী-স্ত্রীর এক সাথে পায়চারি করা কোনভাবেই আপত্তির কারণ হতে পারে না। মহানবী (সা.)ও নিজ স্ত্রীদের সাথে এভাবে ঘুরাফেরা করতেন। রসূলে করীম (সা.) স্ত্রীদের সাথে ঘুরাফেরাকে অপছন্দনীয় মনে করতেন না, আর ইসলাম যে কাজের অনুমতি দিয়েছে সেটিকে কোনভাবে অপছন্দনীয় বলা যেতে পারে না।

অতএব কোন ব্যক্তি যদি অন্য কারো ওপর আপত্তি করে সেক্ষেত্রে এর অর্থ হবে, তার দৃষ্টিতে সে ব্যক্তি ইসলামী শিক্ষার অনুসরণ করছে না। তিনি (রা.) পুনরায় সেই অভিযোগকারী সম্পর্কে বলেন, সে ব্যক্তি পত্রে লিখেছে যে, অমুক ব্যক্তি ইতর, অতএব এখানে ব্যক্তিগত আপত্তি বা বংশগত আপত্তি আরম্ভ হয়ে গেছে যে, অমুক ব্যক্তি নীচ, তাকে অমুক পদ দিয়ে রেখেছেন। এছাড়া আরো এমন কিছু অপবাদ আরোপ করা হয়েছে যা সম্পর্কে শরীয়ত সাক্ষী দাবি করে। তিনি বলেন, দেখ! এই অভিযোগকারীর অবস্থান কী হল? প্রথমত এ ব্যক্তি নিজের নাম প্রকাশ করে নি এবং এরপর প্রয়োজনীয় প্রমাণাদিও উপস্থ াপন করে নি। আমিও শরীয়তের বিধি-নিষেধের ঊর্ধ্বে নই আর হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)ও শরীয়তের বিধি-নিষেধের বাহিরে নন। রসূলে করীম (সা.) স্বয়ং শরীয়তের শিক্ষা অনুসারে জীবনযাপন করতে বাধ্য ছিলেন। অতএব, সে ব্যক্তি এমন কিছু আপত্তি করেছে যার জন্য শরীয়ত শাস্তি প্রস্তাব করেছে। আর শরীয়ত সাক্ষ্য উপস্থাপনের যে রীতি শিক্ষা দিয়েছে সে রীতি অনুসরণ করা আবশ্যক। কিন্তু সে বলে যে, অমুক ব্যা ক্তি অমুক কুরআনী শিক্ষাকে লঙ্ঘন করেছে, তাই তাকে শাস্তি দাও কিন্তু আমাকে কিছু বলবে না।

তিনি বলেন, অতএব কতক আপত্তিকারীর অবস্থা এমনই হয়ে থাকে, তারা অন্যদের বিরুদ্ধে ভ্রান্ত বা সঠিক আপত্তি করে থাকে কিন্তু আপত্তি করার রীতিটি অন্যায় হয়ে থাকে। আর এভাবে তাকে শাস্তির মুখোমুখি করতে গিয়ে নিজেরাই শাস্তিযোগ্য হয়ে যায়। আর এরপর হৈ চৈ করে যে, অপরাধীকে কেউ কিছু বলে না, যে দৃষ্টি আকর্ষণ করে তাকে শাস্তি দেওয়া হয়। অথচ শাস্তিদাতারাকী করবে? তারাও শরীয়তেরই দাস। যদি কুরআনী অনুশাসন প্রতিষ্ঠিত করতে চাও তবে নিজের জীবনেও কুরআনী অনুশাসনকে শিরোধার্য কর। যদি এটি চাও যে, অন্যদের উপর খোদার রাজত্ব প্রতিষ্ঠিত হোক আর তোমাদের উপর তা প্রতিষ্ঠিত না হোক তাহলে এ মনোবৃত্তি সঠিক নয়। তাই আমি অভিযোগকারীদের উদ্দেশ্যে বলব, **'আইয়্যায কাদরে খুদ বেশানাস'** অর্থাৎ হে আইয়্যায! নিজের অবস্থান এবং মর্যাদাকে প্রথ মে স্মরণ রাখ এবং বোঝার চেষ্টা কর। যারা নিজেদের নাম প্রকাশ করে না তারা নিজেদের নাম গোপন রেখে অন্যদের উপর অপবাদ আরোপ করে যে, এদের কোন মর্যাদাই নেই আর

অপবাদের পক্ষে এই প্রমাণ তারা তুলে ধরে যে, সে অমুক বংশের লোক, তার কোন অবস্থান নেই এবং সে এমন। অথচ এমন অপবাদের কোন ভিত্তি বা গুরুত্বই নেই। আর এর ফলে অপবাদ আরোপকারীরা নিজেরাই আসলে গুরুত্বহীন বা নীচ বা হীন হয়ে থাকে। আমাদেরকে খোদার নির্দেশ অনুসারে চলতে হবে। আল্লাহ্ তা'লা আমাদেরও প্রভু-প্রতিপালক এবং সবার প্রভু-প্রতিপালক, সবারই তিনি জীবন-জীবিকার ব্যবস্থা করেন, লালন-পালন করেন। যেখানে সব কিছু আমরা আল্লাহ্ তা'লার পক্ষ থেকে নিচ্ছি তাই অপবাদ আরোপকারীর কথা নয় বরং আল্লাহ্ তা'লার কথাই আমাদের মানতে হবে। আমি যেমনটি বলেছি, অভিযোগকারীরা চায় যে, অন্যদেরকে শরীয়ত অনুসারে শাস্তি দেয়া হোক আর নিজেদেরকে তারা শরীয়তের নির্দেশের বাহিরে নিয়ে যায়, নিজেদেরকে শরীয়তের শিক্ষার উর্ধ্বে মনে করে। নিজেরাই নিজেদের বিচারক সাজে। অতএব, কথা যখন সামনে আসবে এবং স্পষ্ট হবে তখন তারাও শরীয়তের শিক্ষা অনুসারেই শাস্তি পাবে।

কিছু কথা এমন রয়েছে যে ক্ষেত্রে সাক্ষীর প্রয়োজন হয়। সাক্ষী যদি সামনে না আসে তবে সেই কথার কোন গুরুত্বই নেই। আর শরীয়তের শিক্ষা অনুসারে সেই বিষয়ের সিদ্ধান্ত তখনই হবে। অনেক সময় বলা হয় যে, সে মিথ্যা কসম খেয়ে শাস্তি এড়াতে সক্ষম হয়েছে। রসূলে করীম (সা.)-এর দরবারে একবার এমন বিষয় উপস্থাপিত হয়। দু'জন বিতন্ডাকারী আসে, রসূলে করীম (সা.) বলেন, আল্লাহ্‌র নির্দেশ অনুসারে এক পক্ষ কসম খাবে। তখন দ্বিতীয় ব্যক্তি বলে যে, এ তো মিথ্যাবাদী, সে একশ' মিথ্যা কসমও খেয়ে যেতে পারে। তিনি (সা.) বলেন, আমি খোদার নির্দেশ অনু সারে সিদ্ধান্ত নিব। সে যদি মিথ্যা কসম খায় তাহলে তার বিষয়টি খোদার হাতে, আল্লাহ্ তা'লা নিজেই তাকে শাস্তি দিবেন।

অতএব সর্বদা স্মরণ রাখা উচিত যে, কারো অভিযোগে তার বলা কথা অনুসারে সিদ্ধান্ত হবে না। খোদা তা'লার নির্ধারিত নীতি অনুসারে অভিযোগের সিদ্ধান্ত হবে। যেখানে দুই সাক্ষীর প্রয়োজন সেখানে দুই সাক্ষী উপস্থাপন করতে হবে, যেখানে চারজন সাক্ষীর প্রয়োজন হবে সেখানে চারজন সাক্ষী উপস্থাপন করতে হবে বা হাজির করতে হবে। আর সেই অনুসারে তদন্ত হবে এবং সিদ্ধান্ত গৃহিত হবে। খোদার নির্দেশ অুনসারে আমরা আমাদের বিষয়াদির নিষ্পত্তি করব এবং সিদ্ধান্ত নিব। এতেই আমাদের সাফল্য নিহিত। নিজের আমিত্ব এবং নিজের পছন্দের ব্যাখ্যাকে ভিত্তি বানিয়ে ব্যবস্থাপনাকে এবং খলীফায়ে ওয়াক্তকে আমরা যেন বাধ্য না করি যে, আমাদের ইচ্ছানুসারে সিদ্ধান্ত হওয়া উচিত। আল্লাহ্ তা'লা অভিযোগকারীদেরকে বিবেক-বুদ্ধি দিন। তারা যদি কোন কিছুকে সঠিক মনে করে তাহলে সমস্ত সাক্ষ্য-প্রমাণাদিসহ পরিষ্কারভাবে অভিযোগ করা উচিত, যেখানে নাম ঠিকানাও থাকবে আর তদন্তে তারাও অন্তর্ভুক্ত হবে অর্থাৎ তদন্তের আওতায় তারাও থাকবে। অনুরূপভাবে কেউ যদি দেখে যে, বাস্তবিক পক্ষেই জামাতের ব্যবস্থাপনা ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে এমন ক্ষেত্রে বীরত্বের সাথে সামনে আসা উচিত, অভিযোগ করা উচিত আর এরপর সব কিছুর জন্য প্রস্তুত থাকা উচিত। একইভাবে আল্লাহ্ তা'লা জামাতের ব্যবস্থাপনাকেও তৌফিক ও বিবেক-বুদ্ধি দান করুন, খলীফায়ে ওয়াক্তের পক্ষ থেকে সিদ্ধান্ত প্রদানের দায়িত্ব যাদের হাতে ন্যাস্ত করা হয়েছে তারাও যখন সিদ্ধান্ত করেন তখন যেন ইনসাফ বা ন্যায় বিচারের প্রতিটি দিক সামনে রেখে আর খোদার নির্দেশ অনুসারে এবং সুন্নতের অনুসরণে সিদ্ধান্ত গ্রহণকারী হয়ে থাকে।

খোতবার শেষে হুজুর (আইঃ) বলেন, নামাযের পর আমি গায়েবানা জানাযা পড়াব। প্রথম জানাযা হবে এক শহীদ শ্রদ্ধেয় শেখ সাজেদ মাহমুদ সাহেবের। পিতার নাম হল শেখ মজিদ আহমদ সাহেব। মরহুমের বয়স ছিল ৫৫ বছর। তিনি করাচীর গুলজার হিজরী হালকায় বসবাস করতেন। বিরোধীরা গত ২৭ নভেম্বর ২০১৬ সনে মাগরিবের নামাযের পর ঘরের বাহিরে গাড়িতে বসা অবস্থায় গুলি করে তাকে শহীদ করে, ইন্না লিল্লাহে ওয়া ইন্না ইলাইহে রাজেঊন।

দ্বিতীয় জানাযা শ্রদ্ধেয় শেখ আব্দুল কাদির সাহেবের, পিতার নাম শেখ আব্দুল করীম। তিনি কাদিয়ানের দরবেশ ছিলেন। ২০১৬ সনের ২৬ নভেম্বর হৃদযন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হয়ে ৯২ বছর বয়সে ইন্তেকাল করেন, ইন্না লিল্লাহে ওয়া ইন্না ইলাইহে রাজেঊন।

তৃতীয় জানাযা তানভীর আহমদ লোন সাহেবের যিনি কাশ্মিরের নাসেরাবাদের অধিবাসী।তিনি পুলিশ বিভাগে ছিলেন। গত ২৫শে নভেম্বর দায়িত্ব পালনরত অবস্থায় জেলা হেডকোয়ার্টারে অজ্ঞাত পরিচয় বন্ধুকধারীদের গুলিতে তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। ইনিও শহীদের মর্যাদা রাখেন, ইন্না লিল্লাহে ওয়া ইন্না ইলাইহে রাজেঊন।

হুজুর (আইঃ) তিন জনের প্রশংসা সূচক গুণাবলী বর্ণনা করেন।

Khulasa Khutba Juma Huzoor Anwar (atba), Bangla 2nd Dec, 2016

BOOK POST (PRINTED MATTER)

To .....

.....

From: Ahmadiyya Muslim Mission, Uttar hajipur, Diamond Harbour, 743331, 24Parganas (s), W.B